Sanatan Dharma

যম ও নচিকেতা

একবার এক ঋষি বজশ্রব এক মহান যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তিনি তার সর্বস্ব দান করবেন। নচিকেতা নামে তার এক পুত্র ছিল, যে তখনও বালক ছিল কিন্তু হৃদয় ও মনের দিক থেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং পবিত্র ছিল। নচিকেতা দেখেলেন যে তার পিতা দুধ দিতে অক্ষম বৃদ্ধ ও দুর্বল গরুগুলিকে দান করছেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে তার পিতা এই ধরণের গরু দান করে সঠিক কাজ করছেন না। তাই, তিনি তার পিতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পিতা, আমি শুনেছি যে আপনি যে ধরণের যজ্ঞ করছেন, তাতে একজন ব্যক্তির নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। যদি তাই হয়, তাহলে আপনি আমাকে কাকে দেবেন?" যদিও বজশ্রব তার পুত্রের কথা শুনেছিলেন, তিনি কোনও উত্তর দেননি।কিছুক্ষণ পর, নচিকেতা আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তার বাবা চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বারের মতো, নচিকেতা আবারও প্রশ্নটি করলেন। বজশ্রবা তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তার পুত্রকে বললেন, "আমি তোমাকে মৃত্যুর দেবতা যম দেব।"নচিকেতা তার বাবার নির্দেশে অনুসরণ করে যমের রাজ্যে চলে গেলেন। তবে, তার আগমনের সময়, যম সেখানে ছিলেন না এবং নচিকেতাকে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করেনি। নচিকেতা তিন দিন তিন রাত ধরে দরজার কাছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন এবং এক ফোঁটা জলও পান করেননি।যম যখন ফিরে আসেন এবং নচিকেতাকে তার দরজায় অপেক্ষা করতে দেখেন, তখন তিনি একজন ব্রাহ্মণকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য অনুতপ্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ তার পরিচারকদের নচিকেতাকে স্বাগত জানাতে এবং সম্মান জানাতে পবিত্র জল আনতে নির্দেশ দেন।নচিকেতাকে আতিথেয়তা প্রদানের পর, যম তাকে অপেক্ষা করানোর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা হিসেবে তিনটি বর দেন। জবাবে, নচিকেতা তার প্রথম বর চান যে তার বাবা যেন তার জন্য চিন্তিত না হন এবং তার রাগ যেন কমে যায়। তিনি আরও বলেন যে যখন তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন তার বাবা যেন তাকে চিনতে পারেন এবং আনন্দের সাথে তাকে স্বাগত জানাতে পারেন।"পুত্র, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হল," যম বললেন। "তোমার দ্বিতীয় বর কী?"আমি বিনীতভাবে আপনাকে অনুরোধ করছি যে আমাকে অগ্নিযজ্ঞের সঠিক রীতিনীতি শেখান," নচিকেতা বললেন।যম রাজি হয়ে নচিকেতাকে অগ্নিযজ্ঞের সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। এরপর যম জিজ্ঞাসা করলেন, “নচিকেতা, তোমার তৃতীয় বর কী?” নচিকেতা বললেন, “মৃত্যুর পরেও কি সত্যিই কোন জীবন আছে? কেউ কেউ বলে যে আছে; আবার কেউ কেউ বলে যে এই জীবনের সাথেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সত্য কী?”যম বললেন, "বাছা, জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। এমনকি দেবতারাও সব বিষয়ে স্পষ্ট নন। আমাকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করো, আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করব, এইটা ছাড়া।"নচিকেতা জেদ ধরে বললেন, "হে যম রাজ, আমার একমাত্র ইচ্ছা জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে জানা, আর কিছু নয়।"যম নচিকেতাকে জাগতিক সুখ প্রদান করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি তৃতীয় বর প্রার্থনার পরিবর্তে তাঁর অনুরোধ পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু নচিকেতা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সমস্ত জাগতিক সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী সুখ প্রদান করে না। নচিকেতা যথেষ্ট সাহসী হয়ে বলেছিলেন যে পার্থিব সম্পদের মাধ্যমে কেউ কখনও অনন্ত লাভ করতে পারে না। তাই তিনি জাগতিক সুখের জন্য সমস্ত

আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছিলেন এবং অনন্ত লাভের আশায় যমের কাছে এসেছিলেন।যম এমন এক তরুণ সত্য-সন্ধানীকে দেখে খুশি হয়েছিলেন যিনি ভোগের পথ ত্যাগ করে সৎপথ বেছে নিয়েছিলেন। তারপর যম তাকে আত্মার জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারেন। আত্মাকে রথেরঅধিপতি, বিবেচ্য বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম,ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানী ঘোড়া ,স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষাগুলি তাদের ভ্রমণের পথ।।যখন আত্মা দেহে, মন এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে বিভ্রান্ত হয়, তখন তারা উল্লেখ করে যে সে আনন্দ উপভোগ করে এবং দুঃখ ভোগ করে।আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেনি, না এটি মারা যাবে। কারণ এবং প্রভাবের বাইরে, এই আত্মা চিরন্তন। যখন দেহ মারা যায়, তখন আত্মা মারা যায় না।আত্মাকে দেহ থেকে আলাদা করতে হবে, যা আকাঙ্ক্ষার আবাসস্থল। মৃত্যুর পরে, আত্মাই থাকে; আত্মা অমর।এসব জ্ঞান সম্পর্কে জানার পর, নচিকেতা তার বাবার কাছে ফিরে আসেন।

Published on: Aug, 29 2025 13:54